পল্লবী আর্ট
আল্পনা, মেহেন্দী, ওয়াল পেন্টিং, ফেব্রিক, গ্লাস পেন্টিং যত্ন সহকারে করা হয়।
বাচ্চাদের খুব যত্ন সহকারে আঁকা শেখানো হয়।
Mob. : 8240006480

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯৬৪৭৭৯১৯৮৬

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 25 ❑ 08 Sept., 2022 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

রাজ্য প্যারা ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় প্রথম হল বাগদার লটারি বিক্রেতা পার্থ

জয় চক্রবর্তী : রাজ্য প্যারা ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় প্রথম হলেন বাগদার লটারি বিক্রেতা। ছোটবেলায় পথ দুর্ঘটনায় হাত পা অকেজো হয়ে গেলেও লড়াইয়ের ময়দানে ছাড়েনি সে। দেশের হয়ে বিদেশের মাটিতে খেলে জয়লাভ করে দেশের নাম উজ্জ্বল করাই তার লক্ষ্য বছর

৪৩ এর পার্থ কীর্তনীয়ার। বেঙ্গল প্যার স্টেট গেম অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সল্টলেক স্টেডিয়ামের সাইটে ২ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ব্যাডমিন্টন সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খেলোয়াড়রা সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২৬ জন অংশগ্রহণ করেছিল। পার্থ চূড়ান্ত পর্বের খেলায় তারাতলার রাহুল রাম রাজ্য পরাজিত করে। পার্থ পেশায় লটারি বিক্রেতাকে এলাকায় টফি নামে পরিচিত। হেলেঞ্চা বাজারে ঘুরে ঘুরে লটারি টিকিট বিক্রি করেন। ১২ বছর বয়সে সড়ক দুর্ঘটনার পর থেকে বাঁহাত - বাঁপা প্রায় অকেজো বললেই চলে। তার ১৫ বছরের একটি মেয়ে রয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে অনেক আগেই। প্রথাগত শিক্ষা কখনো পায়নি সে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, আর্থিক অনটনে তার লেখাপড়া অষ্টম শ্রেণীতে ওঠার পর থমকে গেলেও ব্যাডমিন্টন খেলা থেকে সরানো যায়নি তাঁকে। ব্যাডমিন্টনের খরচ চালানোর মত ক্ষমতা না থাকলেও থামানো যায়নি তাঁকে। বাগদায় ব্যাডমিন্টন প্রাকটিসের কোন উপযুক্ত জায়গা না থাকায় কখনো বনগাঁ, কখনো নদীয়ার বগুলা কিংবা কুলিয়াতে প্রাকটিস করতে যেতে হয় তাকে। ছোট থেকেই ব্যাডমিন্টন নিয়ে স্বপ্ন দেখে পার্থ। ইতিমধ্যেই জাতীয় প্যারা ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সেমিফাইনাল, কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেও ছিটকে গিয়েছে কয়েক বার। তাতে হতাশ না হয়ে নিয়মিত প্রাকটিস চালিয়ে গিয়েছে সে। পার্থ বলে" রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করতে পেরে ভালো লাগছে। পার্থর এই সাফল্যে খুশি বনগাঁ তথা বাগদার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ। দেশের হয়ে বিদেশের মাটিতে কবে সে খেলতে যাবে, দেশের নাম উজ্জ্বল করবে, সেই অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা।

কচুরিপানা দিয়ে তৈরি হস্ত শিল্প সামগ্রীর শিল্পীদের হাতে তুলে দেওয়া হল অর্থ

জয় চক্রবর্তী : বনগাঁ পৌরসভার পক্ষ থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের কচুরিপানা দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরীর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। রাখি পূর্ণিমার আগে মহিলারা প্রায় ৩৩ হাজার রাখি তৈরি করেন। সেইসব রাখি পৌরসভার পক্ষ থেকে দেশ-বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। যে মহিলারা এই রাখি গুলি তৈরি করেছিলেন, তাদের শনিবার বিকালে আর্থিক মজুরি তুলে দেওয়া হল পৌরসভার পক্ষ থেকে। বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ মহিলাদের সেই টাকাগুলি তুলে দেন। কেউ ৩ হাজার, কেউ ৫ হাজার, কেউ ৬ হাজার করে টাকা পেয়েছেন। এই টাকা পেয়ে

মহিলারা খুবই খুশি। পারিশ্রমিক নিতে এসে রিম্পি বিশ্বাস, চম্পা শিকদার, বর্ণালী বিশ্বাসরা বলেন, 'পুজোর আগে এই টাকাগুলি পেয়ে খুব ভালো লাগছে। সংসারের প্রয়োজন মেটাতে পারছি। বাড়িতে বসে দৈনিক ৫০০-৭০০ টাকা করে যে আয় করা যায় এই কাজ করে আমরা বুঝেছি। পাশাপাশি ইছামতী কচুরিপানা মুক্ত হচ্ছে। গোপাল শেঠ বলেন, মহিলারা কচুরিপানা দিয়ে সামগ্রী তৈরির পাশাপাশি কচুরিপানা নিজেরা তুলে আনলে এক কেজি কচুরিপানা ৬৫ টাকা দিয়ে পৌরসভা কিনে নিচ্ছে। আজ কচুরিপানা তোলার

টাকা এবং সামগ্রীর টাকা দুটোই দেওয়া হচ্ছে। এদিন এই অনুষ্ঠান মঞ্চে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি টুপি ব্যাগ সহ নানান জিনিস সাজিয়ে রাখা হয়। দলে দলে মহিলারা অনুষ্ঠানে এসে ভিড় করে।

ইছামতি নদীর নাব্যতা হারিয়েছে বহুদিন আগেই। পূর্ণাঙ্গ সংস্কার হয়নি এখনো। গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দিয়েছে কচুরিপানার সমস্যা। বছরের বেশিরভাগ সময়ই বনগাঁ শহর এবং তার সংলগ্ন এলাকায় ইছামতি কচুরিপানায় ভরে থাকে। সেই পানা নদীতেই শুকিয়ে নদীর তলদেশে জমা হয়। এর ফলে নদী আরো বেশি নাব্যতা হারাচ্ছে। পাশাপাশি দূষিত হচ্ছে নদীর জল।

সম্প্রতি ইছামতি নদীর কচুরিপানার সমস্যা সমাধান করতে এগিয়ে এসেছে বনগাঁ পৌরসভা। নদীকে কচুরিপানা মুক্ত করতে কচুরিপানা দিয়ে হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরি সিদ্ধান্ত নিয়েছে পৌর কর্তৃপক্ষ। ৫০০ মহিলাকে হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরী করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কচুরিপানা দিয়ে কিভাবে হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরি করা যায় তা তাদের শেখানো হয়। বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ জানিয়েছেন, "স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা ইছামতি নদী থেকে কচুরিপানা তুলে আনবেন। কচুরিপানা দিয়ে হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরি করবেন। তাদের কাছ থেকে পৌরসভা সেইসমস্ত সামগ্রী কিনে নেবে। পৌরসভাই সেগুলি বিক্রির ব্যবস্থা করবে। এই ভাবেই মহিলাদের দিয়ে নদী থেকে কচুরিপানা তুলে নদীকে কচুরিপানা মুক্তও করা হবে। এর ফলে নদীর জল দূষণ বন্ধ করা যাবে।"

সীমান্ত পেরোল পদ্মার ইলিশ

প্রতিনিধি : পুজোর আগেই সুখবর ভোজন রসিক বাঙালীদের জন্য। বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে সোমবার সন্ধ্যায় পেট্রাপোল বন্ধরে ঢুকে পড়ল পদ্মার রুপালি শস্য। বাংলাদেশের শেখ হাসিনা সরকার অনেকদিন আগেই ঘোষণা করেছিল ভারতে ইলিশ রপ্তানি করা হবে। হাসিনা এখন ভারত সফরে দিল্লিতে এসে

পৌঁছিয়েছেনর একই সময় উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকলো বাংলাদেশি ইলিশ। বন্দরের ব্যবসারায়ীরা জানিয়েছেন, এদিন একটি ট্রাকে ৪ টন ইলিশ ঢুকেছে। রাতে আরো একটি ট্রাকে ৪ টন ইলিশ ঢুকবে। জিনিসগুলির ওজন ৭০০ থেকে গ্রাম ১৮০০ গ্রাম পর্যন্ত। আগামীকাল বিকেল অথবা আগামী পরশুদিন সকাল থেকে কলকাতা, শিলিগুড়ি সহ বিভিন্ন বাজারে মিলবে এই মাছ। এবার প্রায় ২৪৫০ টন মাছ আমদানি করার কথা আছে। প্রসঙ্গত বাংলাদেশের বাজারে চাহিদার কারণে বাংলাদেশ সরকার ইলিশ মাছ রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু চার বছর ধরে বাংলাদেশ সরকার পুজোর আগে ইলিশ পাঠালো ভারতে। এদিন সীমান্ত পেরিয়ে পেট্রাপোল বন্দরে ইলিশ ঢুকতেই উৎসাহ দেখা যায় বন্দরের ব্যবসায়ী সহ সেখানকার মানুষজনদের মধ্যে?তারা জানিয়েছেন, বছরভর অপেক্ষা করে থাকি বাংলাদেশের ইলিশের জন্য। পুজোর আগে মাছ পৌঁছালো। এতে আমরা ভীষণ খুশি। তবে বাজারে দাম কত হবে তা এখনো নির্ধারণ হয়নি।

প্রেমের সম্পর্কের জেরে আত্মঘাতী যুবক, দোষীর শাস্তির দাবিতে বনগাঁ থানার সামনে বিক্ষোভ, অবরোধ স্থানীয়দের

প্রতিনিধি : যুবকের আত্মহত্যার ঘটনায় প্রেমিকা ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ায় অভিযোগ এনেছিল যুবকের পরিবার। সেই ঘটনার সাত দিন কেটে গেলেও অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হয়নি। এমনই অভিযোগ এনে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বনগাঁ থানার সামনে বনগাঁ চাকদা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করল স্থানীয় বাসিন্দারা। রবিবার বিকেল সাড়ে চারটা থেকে এই অবরোধ শুরু হয়। প্রায় দু'ঘণ্টা অবরোধ চলার পর মানুষের অসুবিধার কথা ভেবে অবরোধ তুলে নেয় বাসিন্দারা। মৃত যুবকের নাম সাগর সমাদ্দার। যুবকের পরিবারের তরফ থেকে প্রেমিকা ও তার বাবার বিরুদ্ধে বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ করেছিল সে। স্থানীয়রা জানিয়েছে, সাগরের সঙ্গে ওই প্রতিবেশি তরুণির বছর চারেক ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। অভিযোগ সম্প্রতি ওই তরুণী যুবকের উপর মানসিক অত্যাচার শুরু করেছিল। সে কারণেই যুবক আত্মহত্যা করেছে। যুবকের মৃত্যুর ৭ দিন কেটে গেলেও দোষীরা কেন গ্রেপ্তার হলো না, এই প্রশ্ন তুলে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ এনে অবরোধ শুরু করেছ বাসিন্দারা। অবরোধকারীদের দাবি, কোনরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি প্রশাসনের পক্ষ থেকে। যতক্ষণ দোষীরা গ্রেপ্তার না হবে, ততক্ষণ অবরোধ চলবে বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা। পুলিশ অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❒ সংখ্যা ২৫ ❒ ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ ❒ বৃহস্পতিবার

দিশাহীন জীবিকার দিশা

''রাজসূয় যজ্ঞ শুরু হইয়াছে। জম্বু, শাল্মলী, প্লক্ষ প্রভৃতি দ্বীপ হইতে দলে দলে মুণি ঋষিগণ আগত হইতেছেন। তাঁহাদের আপ্যায়ণের জন্য রাজপুরুষেরা ব্যতিব্যস্ত হইতেছেন।'' — এগুলো পরশুরামের কথা। বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গেও যেন রাজসূয় যজ্ঞ, মতান্তরে রাজপুরুষ বধ যজ্ঞ শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে ঋষিরূপ ই.ডি, সি.বি.আই-এর আগমন হচ্ছে দিল্লী থেকে। তাদের আপ্যায়ণের জন্য নয়, তাদের ভয়ে পলায়নোদ্যত হয়েছে কিছু রাজপুরুষবর্গ। ভয়- এই ধরলো রে! কত কষ্টের সঞ্চিত ধন! এই নিয়ে নিল রে! যক্ষের মত আগলে রাখা ধন-সম্পত্তি সব কুক্ষিগত করে নিচ্ছে ই.ডি, সি.বি.আই। দিকে দিকে পালিত হয়েছে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব।' স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ পূর্তি উৎসব। অথচ এমন দিনেও এই দেশে বুভুক্ষিত মানুষের সংখ্যা কম নয়। 'অচ্ছে দিন'- এর স্বপ্ন দেখিয়ে সিংহাসন দখল করে প্রথম সংস্কার হল নোট বন্দি। অথচ বর্তমান সময়ে বাজারে গেলে একটাও '২০০০' টাকার নোট চোখে পড়ে না। বড় নোট হয়ে এক শ্রেণীর মানুষের সুবিধাই হয়েছে বলতে হবে। কালো করে লুকিয়ে রাখতে সুবিধাই হচ্ছে যদি না ই.ডি, সি.বি.আই হানা দেয়। তাহলে সাধারণ মানুষের অর্থাৎ খেটে খাওয়া মানুষেরা কী পেল? শুধুই কী বঞ্চনা! নাকি সমব্যথী এর ২০০০ টাকা! কী হবে তাতে! সুষ্ঠু জীবন কীভাবে আসবে— এ ভাবনা কী রাজপুরুষদের মাথায় নেই! নাকি লঙ্কায় গিয়ে রাবণ হয়ে আত্মসাৎ করে চলেছে দীনদুঃখীদের কষ্টর্জিত অর্থ। ই.ডি, সি.বি.আই কী পারবে সব রাবণদের চিহ্নিত করে কালো টাকা উদ্ধার করতে! নাকি কেন্দ্র-রাজ্য সমঝোতার পথে হেঁটে ধীরে ধীরে সব শান্ত হয়ে যাবে! আর সাধারণ জনগণ চা-এর ঠেক্ সরগরম করবে আর বলবে— ''কেষ্টা বেটাই চোর।''

'আজাদি কা অমৃতমহোৎসব' পালিত

প্রতিনিধি ঃ গাইঘাটা বাগনা আলো নাট্য সংস্থা কর্তৃক ১৩ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত তিনদিনের এক বিশাল উৎসব পালন করা হয়, আলো বৈদিক মঞ্চে ১৩ আগস্ট সন্ধ্যায় অতিথি বরণ ও অশ্বথ ও তুলসী গাছে জল দিয়ে উৎসবের শুভ সূচনা হয়। এইদিন দেশাত্মবোধক গান, আবৃত্তি,নাচ পরিবেশন করেন সঙ্গীত শিল্পী অনুশ্রী চক্রবর্তী, জয়ন্ত চক্রবর্তী, অনিতা চক্রবর্তী, সোনাক্ষি দাস, সাক্ষি দাস, প্রিয়াক্ষি দাস, অনিরুদ্ধ বর্মন, সুনিতা রায় নৃত্যে, বিজিত ঘোষ, তাপস অধিকারী স্নেহাশীষ দাস আবৃত্তি পরিবেশন করে, দ্বিতীয় দিন নতুন নাটক রমেশচন্দ্র সেন এর গল্প অবলম্বনে নির্মিত নাটক স্বপ্ন অভিনীত হয়। তৃতীয় দিন সকালে পদযাত্রা এবং পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং বৃক্ষরোপণ করা হয় যশোহর রোডের পাশে। অংশগ্রহণ করে দলের সদস্য সদস্যরা। সন্ধ্যায় দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয় মোহনদাস করমচাঁদ, শিশু কিশোর প্রযোজনা ও মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত নাটক বসুষেন। সবমিলিয়ে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক অসাধারণ অনুষ্ঠান উপহার দিলো আলো নাট্য সংস্থা।

বিষয়- বিজ্ঞান

বৈদ্যুতিক বাল্বের সংস্কার ও বিবর্তন

অজয় মজুমদার

বর্তমান কালের বৈদ্যুতিক বাল্ব অনেক উন্নত হয়েছে। তাতে আর কার্বন ফিলামেন্ট ব্যবহার করা হয় না। ব্যবহার করা হয় দোকানের সামনে নিয়ন সাইন এর সুদৃশ্য বিজ্ঞাপন শোভা পেতে দেখা যায়।

ঘরে ঘরে আজকাল ফ্লুরেসেন্ট টিউব বাতি জ্বলতে দেখা যায়। এই বাতির কাচ নলের ভেতর দিকে দেয়ালে ক্যালসিয়াম ট্যাংস্টেন, জিংক সালফেট, জিংক সিলিকেট প্রভিটি বিভিন্ন ফ্লোরেসেন্ট পদার্থের প্রলেপ দেয়া থাকে।

কোন কোন পদার্থ আছে, যারা বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিশেষ বিশেষ বর্ণের আলোক রশ্মি শোষণ করে এবং তার পরিবর্তে অপর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মি বিকিরণ

টাংস্টেন ধাতু নির্মিত ফিলামেন্ট। তাছাড়া বায়ুশূন্য বাল্বের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের গ্যাসের মিশ্রণ প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দেখা যায় যে, তাতে বাল্ব এর কার্যক্ষমতা বাড়ে। যাই হোক বৈদ্যুতিক বাল্বের সংস্কার আজ পর্যন্ত যা যা হয়েছে, সবই কিন্তু এডিসনের মূল আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে। কাজেই বৈদ্যুতিক বাতির বিবর্তনের ইতিহাসে এডিসনের নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বৈদ্যুতিক বাতির কথা আলোচনা প্রসঙ্গে নিয়ন বাতি ও ফ্লুরেসেন্ট বাতি'র কথাও এসে পড়ে। বিজলী বাতির ইতিহাসে এই সবই হচ্ছে আধুনিক সংযোজন।

প্রথমে আসা যাক নিয়ত বাতির কথায়। কাচনলের ভেতরে হ্রস্ব চাপে (দু মিলিমিটার পারদের চাপে) 'নিয়ন' নামক একটি বিরল ও নিষ্ক্রিয় গ্যাস প্রবেশ করিয়ে

নলের দুই প্রান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর নলের ওই দুই বন্ধ প্রান্তে দুটি তড়িৎদ্বার সংযুক্ত করে তাদের মারফত তড়িৎ চালনা করলে কাচনলের ভেতরে নিয়ন গ্যাস কমলাভ-লাল রঙের সুন্দর আলো বিকীর্ণ হতে থাকে একেই বলে নিয়ম সাইন। অনুরূপভাবে কাচ নলের ভেতরে নিয়ন ও হিলিয়াম গ্যাসের মিশ্রণ রাখলে সোনালী রঙের আলো পাওয়া যায়। বড় বড় শহরে রাত্রিবেলায় অনেক

করে। এইসব পদার্থকে বলা হয় ফ্লুরেসেন্ট পদার্থ। আর ফ্লুরেসেন্ট পদার্থের আলো বিকিরণের ধর্মকে বলা হয় ফ্লুরে সেলস। আগে যে নিয়ন বাতির কথা বলেছি, তাতে নিয়ন গ্যাসের ফ্লুরে ধর্মের জন্যেই বিশেষ বর্ণ বিশিষ্ট আলোর উদ্ভব হ'য়ে থাকে।

যাই হোক ফ্লুরেসেন্ট টিউব এর মধ্যে অতি নিম্ন চাপে পারদ বাষ্প ভরা থাকে। এই বাতির তড়িৎদ্বার দুটি থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। নির্গত ইলেকট্রনগুলি নলের মধ্যকার পারদ পরমাণুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে অদৃশ্য অতিবেগুনি রশ্মি সৃষ্টি করে। এই অতিবেগুনি রশ্মি এরপর নলের ভেতর দিকের দেয়ালের গায়ে প্রলিপ্ত ফ্লুরেসেন্ট পদার্থের গায়ে লেগে দৃশ্য আলো উৎপন্ন করে। পছন্দ মতো ফ্লুরেসেন্ট পদার্থ নির্বাচন করে ইচ্ছামতো রঙের আলো পাওয়া যায় এই বাতিতে। ফিলামেন্ট যুক্ত বৈদ্যুতিক বাতির বদলে ফ্লুরেসেন্ট টিউব বাতি ব্যবহার করলে আর্থিক সাশ্রয় হয়। এছাড়া বাল্বের আলোর চাইতে এর আলোর উজ্জ্বল্য বেশি। এই দুই কারণে ঘরে ঘরে আজকাল ফ্লুরেসেন্ট টিউব বাতির এত কদর। তড়িৎ শক্তি এমনি ভাবে আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় বলেই আমরা অন্ধকার রাতে আলোক পাই। তড়িৎ এর আবির্ভাব আমাদের কাছে যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

আজও অক্ষয় রামকৃষ্ণর কথামৃত

নির্মল বিশ্বাস

পৃথিবী ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। আজ ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, ডিভিডি, ভিডিও, ল্যাপটপ, ভিডিও গেমসের প্রাবল্যে আজকের তরুণ প্রজন্ম এখন ব্যস্ত তায় টইটুম্বুর। সকালে কলকাতা রাতে আমেরিকা, পরদিন সৌদি আরব ভ্রমণ এখন আর 'অসম্ভব' বলে কখনই মনে হয় না। মানুষের ব্যস্ততায় এখন জেট স্পিড। তবুও এরই মাঝে সারা পৃথিবী জুড়ে বেড়েই চলেছে 'রামকৃষ্ণ মিশন'। এমন কোথাও বাদ নেই— লন্ডন, প্যারিস, আমস্টারডম, ব্রাসেলস, টোকিও, ভিয়েনা, যেসব দেশে ভারতীয়দের বাস সেখানেই 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর বর্ণময় ছটায় বিচ্ছুরণ। অথচ আশ্চর্যের, পাশ্চাত্য আজ সভ্যতায় জটাজালে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত।

ওই সব দেশের বিদেশিনীরাও আজ ভালো ভাবে বাঁচার পথ খুঁজছেন। খুঁজছেন 'মুক্তির পথ'। দলমত নির্বিশেষে সকলেই আসছেন 'মুক্তির পথ' খুঁজতে 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এ। দীক্ষিত হচ্ছেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে। বদলে যাচ্ছে তাঁদের খাদ্যাভ্যাস, এমন কী জীবনযাপনের স্টাইলও। ধ্যান আর প্রাণায়ামের মাঝখানে তাঁরা পাচ্ছেন অন্য কোনও এক পৃথিবীর সন্ধান।

সংসারের নানান জটিলতা, জ্বালা, যন্ত্রণা প্রতিনিয়ত আমাদের পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে। তবুও আমরা সংসারের পিছনে ঘুরে মরছি। নিজেদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিচ্ছি সাংসারিক প্রত্যাহিকতায়— যেমন কাঁটা গাছ চিবতে চিবতে মুখ দিয়ে ক্রমাগত রক্ত ঝরছে। তবু উট সেই কাঁটা গাছই চিবোবে। তবে একথাও ঠাকুরের কথা। ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'ঈশ্বরকে মনে রেখে সংসার করবে, তাহলে আর ভয় থাকবে না। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙতে হয়। তাহলে আর আঠা মাখার ভয় থাকে না। ঠিক সেই রকম গায়ে হলুদ মেখে নদীতে নামলে কুমির কোমটাদির ভয় থাকে না।'

সংসার এবং তার কামনা-বাসনা, বিষয়বস্তু ইত্যাদি নিয়ে রাতদিন লেপটে থাকা যন্ত্রণাকাতর মানুষটাকে মুক্তি দিতে গল্পের ছলে, সাধারণ মানুষের বোধগম্য সহজ-সরল ভাষায় এমন অজস্র উদাহরণ ঠাকুর বলে গিয়েছেন। কোথাও লিখে রেখে যাননি।

১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগোর বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত বক্তৃতাই সারা পৃথিবীর কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরই গুরু শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে আর গুরু-পত্নী সারদা-মাকে এবং স্বয়ং বিবেকানন্দকেও।

বিবেকানন্দ রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েন। রামকৃষ্ণদেব পরিচিত হলেন বিবেকানন্দের মাধ্যমেই। তাই মাঝে

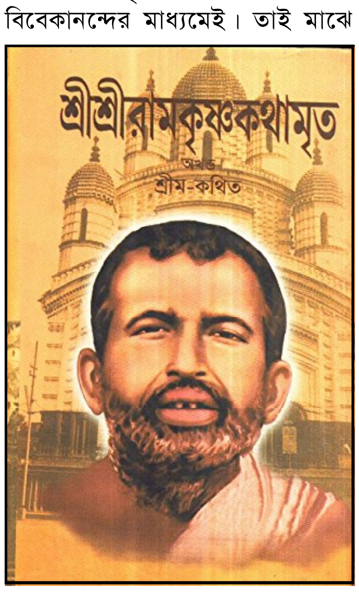

মধ্যেই বলতেন, 'নরেনই আমাকে বিখ্যাত করে গেছে, ওর মাধ্যমে প্রচার হবে আমার।' বস্তুত, রামকৃষ্ণের যে প্রচার শুরু করেছিলেন বিবেকানন্দ, তা পল্লবিত হয়ে আজকের পৃথিবীর ধর্ম তৈরি করেছে। যার নাম— মানবধর্ম।

বাংলা ও ইংরেজিতে বিবেকানন্দের বাণী, তরুণদের প্রতি বিবেকানন্দের উপদেশ, ভারত ভ্রমণ কথা, লক্ষ লক্ষ কপি বই বিক্রি হয় মানুষের কাছে। পৃথিবীর দেশে দেশে বিবেকানন্দের বাণী অনুদিত হয়। দক্ষিণেশ্বর, আদ্যাপীঠ, ও বেলুড় মঠ তাই এখন শুধু ভারতীয়দের কাছেই নয়, সমানভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে বিদেশিদের কাছেও। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, রাণি রাসমণি ট্রাস্ট, রাজ্য কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার কেউই এই ধর্মস্থানে আন্ত র্জাতিক মানের কোনও অতিথিশালা গড়ে দিতে পারেননি। ফলে আজও বহু বিদেশির কাছে এই স্থানগুলির মাহাত্ম্য উপভোগ করার ইচ্ছা থাকলেও তা হয়ে উঠছে না।

খবরে প্রকাশ, ইতিমধ্যে 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগিয়েছে। সারা পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষ রামকৃষ্ণকে জানতে 'কথামৃত' পড়ছেন। কথামৃত অনুদিত হয়েছে হিন্দি, ওড়িয়া, মলায়ালম, তামিল ও পুস্ত ভাষায়। এমন কি ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় অনুদিত করার চেষ্টা চলছে। তেমনই এখন তা ইংরেজি ছাড়াও পোলিশ, চেক, জার্মান, ফরাসি, ইতালি, জাপানি ও চিনা ভাষায় অনুদিত হয়েছে। পৃথিবীর বহুদেশেই এখন 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' নিয়ে আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিশেষ করে আজকের তরুণ প্রজন্মের একটা অংশ ঝুঁকে পড়ছে রামকৃষ্ণের দিকে। তবে লক্ষ্য করার বিষয়, বিবেকানন্দের মধ্যে এই যে উন্মাদনা, তা নিয়ে এখন ভারতবর্ষকেও জাগাচ্ছে।

সিস্টার নিবেদিতা থেকে শুরু করে যদিও অতি আধুনিক বিদেশি বিদেশিনী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসীনিরাও রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে আশ্রয় করে এক পরম শান্তির জীবন খুঁজে পেয়েছেন। পাশ্চাত্যের বিলাস আর অর্থের প্রাবাল্য শান্তির সন্ধ্যান দিতে পারেনি তাঁদের। তাই আজও দক্ষিণেশ্বর, আদ্যাপীঠ, বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অব কালচার-এ মানুষের ঢল নামে এই কথামৃত নামে। 'কথামৃত' পাঠের মধ্যেই মানুষ খুঁজে পায় তাঁর দুঃখের জীবন সাধনার বীজ।

'কথামৃত' লেখা কার— 'যদি শ্রীম' অর্থাৎ মহেন্দ্রলাল গুপ্ত না থাকতেন— তাহলে শ্রীশ্রী ঠাকুর মুখ নিঃসৃত এই অমৃত ভাণ্ডার আজ দেড়শো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও সাধারণ মানুষের কাছে আজও পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের এই অমূল্য বাণী কালের অতলে হারিয়ে যেত। হারিয়ে যেত মনুষ্য জীবনের চিরশক্তির পারাবার। কীভাবে ঠাকুরের করুণায় মহেন্দ্রনাথ আত্মহননের পথে থেকে তিনি একদা সরে এসেছিলেন। আজ শ্রীম কথিত রামকৃষ্ণ চরিত্র ও বাণী, যা রামকৃষ্ণ কথামৃত নামে সমাধিক পরিচিত। আজও বাংলা ও বাঙালির কাছে গর্ব। মুক্তির দিশারী এক অক্ষয় 'কথামৃত'।

গণধর্ষণের অভিযোগে ধৃত দুই

প্রতিনিধি : ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে খাইয়ে নাবালিকাকে বেহুশ করে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল দুই যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্ত নেমে পুলিশ অভিযুক্ত দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে। বৃহস্পতিবার রাতে ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার কুন্দিপুর এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের নাম মিলন সরকার ও শ্যামল দাস। বাড়ি বাগদা থানা এলাকায়। শুক্রবার বিকেলে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে,বছর ১৭র ওই নাবালিকা মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা। দিন কয়েক আগে তাঁর বাবার সঙ্গে কুন্দিপুরে দিদির বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল সে। সেখানেই তার সঙ্গে দেখা করতে আসে পূর্ব পরিচিত বাগদার ওই দুই যুবক। রাতের বেলা গল্প করতে করতে নাবালিকাকে বাড়ির বাইরে একটি ফাঁকা এলাকায় ডেকে নিয়ে যায় অভিযুক্তরা।

অভিযোগ, এরপর ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে খাইয়ে দেয় নাবালিকাকে। সে বেহুশ হয়ে গেলে তাকে ধর্ষণ করে অভিযুক্তরা। নাবালিকার জ্ঞান ফিরতেই তার পরিবারকে সমস্ত বিষয়টি খুলে বলে। এরপরই ওই পরিবার বৃহস্পতিবার রাতেই বনগাঁ থানার দ্বারস্থ হন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের শনিবার সকালে নিজেদের হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে।

জাল নথি তৈরির চক্রের এক সদস্যকে গ্রেফতার করলো বনগাঁ থানার পুলিশ

প্রতিনিধি : সম্প্রতি জাল নথি তৈরির অভিযোগে এক ব্যাংকের কর্মী ও এক বাংলাদেশী মহিলাকে আটক করে বনগাঁ থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল বিএসএফের ১৫৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানেরা। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত নেমে পুলিশ বনগাঁ থানার রামকৃষ্ণপল্লী এলাকা থেকে জাল নথি তৈরির চক্রের আরো এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতর নাম সমীর দাস। বাড়ি রামকৃষ্ণ পল্লী এলাকায়। বৃহস্পতি বার রাতে তাকে নিজের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। ধৃতের কাছ থেকেও বেশ কিছু জাল নথি উদ্ধার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তকে শুক্রবার নিজেদের হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে বনগাঁ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে।

পড়ুন পড়ান

সার্বভৌম সমাচার

HTTPS://WWW.SARBABHAUMASAMACHAR.IN/

বিজ্ঞাপনের জন্য
এখনই যোগাযোগ করুন

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-

৯২৩২৬৩৩৮৯৯

৮৯১৮৭৩৬৩৩৫

১৯৩ কেজি গাজা সহ ৩ পাচারকারী ধৃত

প্রতিনিধি : সূত্র মারফত খবর পেয়ে একটি চারচাকা গাড়ি আটক করে তার মধ্য থেকে বিপুল পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার করল গোপালনগর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গোপালনগর থানার মুড়িঘাটা ব্রীজ এলাকার মুড়িঘাটা-মামুদপুর সড়কে। গাঁজা পাচারের অভিযোগে ৩ পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম জসিম মিনা, মুস্তাকিন মণ্ডল,আক্তারুল মণ্ডল। তাদের বাড়ি বনগাঁ থানা ও গাইঘাটা থানা এলাকায়। ছটি বস্তায় মোট ১৯৩ কেজি গাঁজা গাড়ির মধ্যে রাখা ছিল যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। জেরায় ধৃতরা জানায় তারা বাংলাদেশের পাচারের উদ্দেশ্যে গাড়িতে করে মুড়িঘাটা ব্রিজ এলাকা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সূত্র মারফত খোঁজ খবর পেয়ে গোপালনগর থানার পুলিশের একটি দল আগে থেকে ওই এলাকায় গোপনে ওত পেতে দাঁড়িয়েছিল। শুক্রবার সকালে ধৃতদের নিজেদের হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বারাসাত মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

HALL MARK

শুভ দুর্গাপূজা উপলক্ষে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-'র

পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ।

এবছর শারদ উৎসব উপলক্ষে আপনাদের জন্য থাকছে প্রতিটি কেনাকাটার ওপর বিশেষ ছাড় ও নিউ পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher

আমাদের নিউ পি সি জুয়েলারী শোরুমে আফার চলছে—

- ১০ গ্রাম এর ওপর সোনার গহনা কেনাকাটার উপহার হিসাবে আপনারা পাবেন ২৪ ক্যারেট সোনার কয়েন সম্পূর্ণ ফ্রিতে।
- ১০০ গ্রাম এর ওপর সোনার গহনা কেনাকাটার উপহার হিসাবে আপনারা পাবেন রুপোর মূর্তি সম্পূর্ণ ফ্রিতে।
- গ্রহরত্ন ও ডায়মণ্ড জুয়েলারীর ওপর পাবেন ১০% ছাড়।
- এছাড়া প্রতিটি কেনাকাটার উপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
- সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ২৫০০/- টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রুপোর জুয়েলারী; যা দিয়ে আপনারা আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
- নিউ পি. সি. অপটিক্যাল বনগাঁতে নিয়ে এলো আপনাদের সাধ্যের মধ্যে আধুনিক ডিজাইনের উন্নতমানের
- চশমার ফ্রেম ও পাওয়ার গ্লাসের বিপুর সম্ভার। এছাড়া সমস্ত রকমের কনটাক্ট লেন্স পাওয়া যায়।

দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
বাটার মোড়, বনগাঁ	বাটার মোড়, বনগাঁ	মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)	(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)	বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

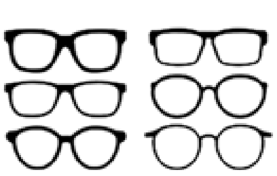

এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

গণধর্ষণে অভিযুক্ত জওয়ানদের ফের ৭ দিনের পুলিশে হেফাজতের নির্দেশ

প্রতিনিধি : পাঁচ বছরের মেয়ের সামনে মাকে ধর্ষণে অভিযুক্ত দুই বিএসএফ জওয়ানকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিলেন বনগাঁ মহকুমা আদালতের বিচারক। শনিবার ফের নিজেদের হেফাজতের আবেদন জানিয়ে ধৃত দুজনকে বনগা মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছিল বাগদা থানার পুলিশ। বিচারক এদিন ফের তাদের সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। বনগাঁ মহকুমা আদালতের সরকারি আইনজীবী অসীম দে বলেন, "তদন্তের অগ্রগতি সন্তোষজনক হওয়ায় বিচারক দুই অভিযুক্তকে ফের ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।' সূত্রে জানা গিয়েছে ওই পাঁচ বছরের শিশু কন্যা এবং গৃহবধুর ১লা সেপ্টেম্বর গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৫ আগস্ট বৃহস্পতিবার রাতে বসিরহাটের বাসিন্দা এক মহিলা স্বামী সন্তানদের নিয়ে বাগদার জিতপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। ওই সময় ডিউটিতে থাকা জওয়ানেরা তাদের দেখতে পেয়ে তাড়া করে। এক সন্তানকে নিয়ে স্বামী পালিয়ে গেলেও এক সন্তানকে নিয়ে ওই মহিলা ধরা পড়ে। অভিযোগ, এর পরেই আলতাফ হোসেন ও এস পি চেরো নামে দুই জওয়ান তাদেরকে কাঁকরোল ক্ষেতের পাশে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। স্থানীয় বাসিন্দারা বিএসএফ জওয়ানদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন। তারা আতঙ্কের মধ্যে আছেন বলে জানিয়েছিলেন। এরপরই জিতপুর সংলগ্ন কাশিপুর স্কুল মাঠে প্রতিবাদ সভা করে তৃণমূল। সেই সভায় তৃণমূলের মন্ত্রী শশী পাঁজা, পার্থ ভৌমিক, রাজ্য তৃণমূলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষসহ একাধিক তৃণমূল নেতা উপস্থিত হয়ে ওই জওয়ানদের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছিলেন।

কুনাল বাবু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে এলাকায় এসে মহিলার কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি করেছিলেন।

৪ শিশু সন্তানসহ ধৃত মহিলা

প্রতিনিধি : ভারত থেকে চোরাপথে বাংলাদেশে যাওয়ার সময় বিএসএফের হাতে আটক হল এক বাংলাদেশী মহিলা।

তার সঙ্গে চারজন শিশু সন্তান রয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাদের বাগদার মসরমপুর সীমান্ত এলাকা থেকে আটক করে রাতে বাগদা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বিএসএফের ৬৪ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানেরা। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত মহিলার নাম বীণ বেগম। বাড়ি বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ এলাকায়। কয়েক মাস আগে চোরাপথে ভারতে এসে ভিন রাজ্যে কাজ করছিল সে।

এদিন সন্ধ্যায় ফের বাংলাদেশে যাবার পথে বিএসএফের হাতে আটক হয়। বুধবার সকালে ধৃত মহিলাকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

অস্ত্র সহ ধৃত ৪

প্রতিনিধি : আগ্নেয়াস্ত্র গুলি সহ চার দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল বাগদা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে বাগদা থানার ঘাটপাতিলা এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম বাবু মণ্ডল, পলাশ মন্ডল, রফিকুল মন্ডল, এবং রফিক মন্ডল। তাদের বাড়ি বাগদা থানা ও পেট্রাপোল থানা এলাকায়। ধৃতদের তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়। বুধবার সকালে ধৃতদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার সোনার বিস্কুট উদ্ধার করল বিএসএফ

প্রতিনিধি : সীমান্ত দিয়ে স্প্রে মেশিনে লুকিয়ে সোনা পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করল বিএসএফ। উদ্ধার করল প্রায় ২.২১৬ কেজি সোনার ১৯টি বিস্কুট আটক করল ৬৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানেরা। বৃহস্পতিবার উদ্ধারের ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার মামা ভাগ্নে সীমান্ত এলাকায়। উদ্ধার হওয়া সোনার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায়১,১৪,০২,৫০৩ টাকা।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন মামাভাগিনা সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্য নিয়ে সোনার বিস্কুটগুলি স্প্রে মেশিনে লুকিয়ে এক বাংলাদেশি চোরাচালানকারী এনেছিল। কর্তব্যরত জওয়ানদের দেখে মেশিনটি ফেলে বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। স্প্রে মেশিনটির তল্লাশি চালিয়ে তার মধ্যে থেকে সোনার বিস্কুটগুলি উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া সোনাগুলো বাগদা শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।

কম খরচে গাড়ি ভাড়া

ডাক্তার চেম্বার ভিজিট এবং স্কুল শিক্ষকদের জন্য

মাসিক বা প্রতিদিনের ভিত্তিতে

All Types Cab Rent and Driver's Service

Call us For More Info

99320 65503

91444 32783

বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা (আমাদের কোন শাখা নেই)

গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র

প্রতিনিধি : চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্রের গলায় ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। বনগাঁ থানার ধর্মপুকুরিয়া এলাকার ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম রাজ সরকার।

ধর্মপুকুরিয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। বৃহস্পতিবার রাত ৮ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে ছাত্র। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকালে রাজের মা ও বোন পিসির বাড়িতে তার দিদির জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গিয়েছিল। রাজকে তার মা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যাবার কথা বললেও সে তার ঠাকুর দাদা অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে থাকায় সে যেতে রাজি হয়নি। সেই সময় সে ঘরে টিভি দেখছিল। সন্ধ্যার পর জন্মদিনের অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার সময় রাজের মা তাদের ভাগ্নে সুকান্তকে রাজকে আনতে পাঠালে সুকান্ত ঘরের দরজা খুলে দেখে ঘরের আড়ার সাথে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে রাজ। তার নিচে একটি চেয়ার রয়েছে। পরিবারে সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। রাজ কেন আত্মহত্যার পথ বেছে নিল এই নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছে তাঁর পরিবার।

পড়ুন পড়ান

সার্বভৌম সমাচার

HTTPS://WWW.SARBABHAUMASAMACHAR.IN/

বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-

৯২৩২৬৩৩৮৯৯

৮৯১৮৭৩৬৩৩৫

বিজ্ঞপ্তি

আমি রিন্টু সরকার, পিতা- কালীপদ সরকার, সাং- ভাদুড়িয়া, পোঃ- কলোনী রামচন্দ্রপুর, থানা- গাইঘাটা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা। গত ইংরাজী ২৭/০৮/২০২২ তারিখে আমার নামের বাড়ির দলিলটি হারিয়ে যায়, যাহার নং- 5101/17, খতিয়ান নং- 419, মৌজা নং ৮৩, ভাদুড়িয়া। আমি গাইঘাটা থানায় একটা GDE করি, যাহার নং- 1897/2022, তারিখ- 29/08/2022। এই দলিলের ব্যাপারে কারো কোন ওজর আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে 9804238443 নম্বরে যোগাযোগ করুন। অন্যথায় কোন রকম ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হবে না।

COMPUTER & PRINTER REPAIRING

যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়

কার্টিজ রিফিল করা হয়।

UNICORN

Mob. : 9734300733

অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

গণধর্ষণে অভিযুক্ত জওয়ানদের নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ পুলিশের

প্রতিনিধি : পাঁচ বছরের মেয়ের সামনে মাকে ধর্ষণে অভিযুক্ত দুই বিএসএফ জওয়ানকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল বাগদা থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাগদার এসডিপিও সুকান্ত হাজরা ও বাগদা থানার ওসি উৎপল সাহার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী অভিযুক্ত দু'জনকে নিয়ে জিৎপুর সীমান্ত সংলগ্ন ঘটনাস্থলে যান। জওয়ানদের কাছে জিজ্ঞাসা করে ঘটনার তদন্ত করেন। পুলিশ জানিয়েছে, জওয়ানদের নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হল। ঘটনার তদন্ত চলছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৫ আগস্ট বৃহস্পতিবার রাতে বসিরহাটের বাসিন্দা এক মহিলা স্বামী সন্তানদের নিয়ে বাগদার জিৎপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। ওই সময় ডিউটিতে থাকা জওয়ানেরা তাদের দেখতে পেয়ে তাড়া করে। এক সন্তানকে নিয়ে স্বামী পালিয়ে গেলেও এক সন্তানকে নিয়ে ওই মহিলা ধরা পড়ে যায়। অভিযোগ, এর পরেই আলতাফ হোসেন ও এস পি চেরো নামে দুই জওয়ান তাদেরকে কাঁকরোল ক্ষেতের পাশে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। সেই অভিযোগে পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে পাঠালে বনগাঁ মহকুমা আদালতের বিচারক সাত দিন করে দু'বার পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে জিৎপুর সংলগ্ন কাশিপুর হাইস্কুল মাঠে প্রতিবাদ সভা করে তৃণমূল। সেই সভায় রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা, পার্থ ভৌমিক, রাজ্য তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষসহ একাধিক তৃণমূল নেতা উপস্থিত হয়ে ওই জওয়ানদের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছিলেন।

আমাদের

অনলাইন পেজ

ফেসবুক পেজ

ইউটিউব পেজ

হোয়াটস্অ্যাপ লিংক

সার্বভৌম সমাচার
স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-

৯২৩২৬৩৩৮৯৯ / ৭০৭৬২৭১৯৫২ / ৮৯১৮৭৩৬৩৩৫ /০৩২১৫-২৫৬৭৭৭

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com

A.B.S. ENTERPRISE

Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**

e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Editor- Utpal Mallick**